জিজ্ঞাসা
চিরঞ্জয় দাস

—অপনি কি ভয় পাচ্ছেন?
— তা একটু পাচ্ছি।
— ওড়া! আচ্ছা আপনার কি আন্দাজ এখন কটা বাজে?
— রাত বারোটা একটা হবে।
— না, এখন সবে সন্ধ্যে আটটা বাজে।
— ও বাবা। বাড়িতে কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না। সকলেই কি এরমধ্যে শুয়ে পড়েছে নাকি? তারপর রাত আট্টার মধ্যেই এত অন্ধকার। সব বাতি নিভে গেছে।
— সে কথা পড়ে হবে। আগে বলুন যে আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?
— না তো।
—বাহ্। দয়া করে ওটা খেয়ে নিন।
— উক্। বড় তেতো।
— আপনার জীবনের সব ঘটনাই তো তোতো। তাই নয় কি?
— তা ঠিক।
— আচ্ছা আপনি তো বেশ কবার বিদেশে গেছেন তাই তো?
— আপনি কি করে জানলেন...। মানে হ্যাঁ বিদেশে গিয়েছিলাম, তিনবার।
— দক্ষিণ আফ্রিকায়
— হ্যাঁ,
— এবং সুইটির সাথে সেখানেই আলাপ। রাইট?
— আপনি তো সবই জানেন।
— সুইটির সাথে আপনার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো...
। তার জন্য আমি দায়ী নই। দক্ষিণ আফ্রিকার কিস্বারলি শহরের থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে একটা গ্রামে সোলার এনার্জি নিয়ে একটা গবেঘণাগার গড়তে চাইছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার। তার জন্য তিনটি দেশীয় সংস্থা এবং ভারত থেকে শুধু আমরা টেণ্ডারটা পেয়েছিলাম। কলকাতা থেকে শুধু আমি ছিলাম। বাকিরা, মানে বাকি ছয়জন ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়। আমি অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র ছিলাম। তখন সৌরশক্তি নিয়ে রিসার্চ যে কতপয় কোম্পানি শুরু করেছিলো তার মদ্যে আমরা কিছুটা এগিয়ে ছিলাম। স্বভাবতই বড় টাকার বরাত আমরা লুফে নিয়েছিলাম। সুইটি তখন দক্ষিণ আফ্রিকার একটি কোম্পানির কর্নধার ছিলো।
—সেই সূত্রেই আলাপ। ঠিক?
— হুঁ, ওখানে সোলার সেন এণ্ড থামোডিয়নামিকের গবেষণা ভারটা পড়েছিলো সুইটি আর আমার ওপর। কেরলের রাঘবনও ছিল আমার সাথে।
— সেখানেই প্রেম এবং...।
— না প্রেম একেবারেই নয়। তবে মনে হয় সুইটি আমাকে পছন্দ করতো।
— আর আপনি?
— আমার বাড়িতে তখন বাবার চাকরী নেই। অবিবাহিত দুই দিদি। আমি একা সংসারের যাকে বলে আনিং মেম্বার চাকুরী বাঁচাতে আমার একটু হেসে দুটো কথা বলতে হতো ঠিকই। তবে সেটা প্রেম নয়।
— তারপর?
— তারপর কী?
— বুঝতেই পারছেন আমি কি ঈঙ্গিত করছি।
— তার পাছি। আপনি যখন সবই জানেন তখন লুকনো না কিছু। সেদিন হঠাৎ করে ঝড় উঠেছে রাতের দিকে। হোটেল থেকে ডিনার করের কোয়ার্টার্স এ ফিরছি। ড্রিঙ্কটা একটু বেশী হয়েছিলো বোধহয়, ঘরের ঢুকতেই ফোন বেজে উঠল, হ্যালো বলতেই ওদিকে সুইটির গলা। বিশেষ প্রয়োজন ও ঘরে যেতে বলল আমাকে। কোন অঘটন ঘটেছে ভেরে ছুটে গেলাম, ঘরের ঢুকে দেখি সুইটি ডাইনিং বা বেডরুমে নেই। কিচেনে তাকে দেখলাম সিঙ্ক এ হাত ধুচ্ছে। আমাকে কি একটা দেখাবে বলে আমাকে বেডরুমে নিয়ে গেল। তারপর দরজার ল্যাকটা টেনে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করলো ও। তারপর... তারপর...।
— ছি! ছি! তারপর আমি আর ভারতে পারছি না।;
— হুঁ, তারপর একটা দুর্ঘটানা ঘটে গেছিলো। তবে এতে আমার কোনো হাত ছিলো না।
— আপনার হাত ছিলো না কী? এরপর তো খুন করেও বলবেন যে আমার কোনো দোশ ছিলো না।
— সুটি ওই অবস্থায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সেই সাময়িক উত্তেজনায় আমার শরীরও...।
— আচ্ছা। আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। আপনার মুখে কি কিছুই আটকায় না?
— তেমন কিছু নয়, আমি তো সত্যি কথাই বলেছি।
— বাহ, বাহ, খুব বড় মুখে, বুক ফুলিয়ে আপনি সত্যি জাহির করছেন, একটি মেয়েরর সাথে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। এদিকে তখন নিশার সাথে আপনার...।
— আপনি কি নিশাকেও চেনেন?
— কোনো প্রশ্ন নয়।

সৃষ্টিসন্ধান

— আচ্ছা।
— আচ্ছা, তর্কের খাতিরের যদি ধরেও নিই যে এটা দুর্ঘটনা, এরপরও তো সুইটির সাথে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিলো। এই ঘটনার পর আপনি তো ওকে বিয়ে করতে পারতেন। আপনার বউ বড়লোক হত, আর যতদূর আমি জানি সুইটি খুবই ভালো মেয়ে ছিলো।
— সুইটি ওয়াজ ও ভেরি নাইস গার্ল। বিদেশিনা হয়েও যেন ভারতীয়দের মতো, ওর কোন সূদূর আত্মীয় ছিলো গুজরাতে। খুব নরম স্বভাবের মেয়ে ওতো স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে তবু যেখানে সেখানে .... ফেলছে। বৃষ্টিতে বাচ্ছাদের মতো ভিজছে। পায়রাকে আদর করতে করতে লনে বসে পড়ছে। একদিন মনে আছে, বিকেলের দিকে বোধহয় সুটির সাথে ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় বলেছিলাম ভারতে মেয়েরা শাড়ি পড়ে। হঠাৎ পরের দিন কোথা থেকে সে সারি পড়ে হাজির। এসে বলল, হাউ ডু আই লুক? আমি হেসে বলেছিলাম, জাস্ট এ্যজ এ কেয়ারী।
— সুইটির সব কথাই তো আপনার মনে রয়েছে। একটুকু ধূলো পড়েনি। আমার বিশ্বাস সে সুইটিকে আপনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন।
— আজ্ঞে না, আগেও বলেছি যে এটাকে ভালোবাসা বলা যায় না। তবে বাড়ির নিজের লোকজনকে ছেড়ে, চাকরীর জন্য বিদেশে পড়ে রয়েছি। জলটাও দেওয়ার কেউ নেই। সেখানে একজন নারী আমাকে উজার করে দিতে চাইছে ভাবলেও বেশ লাগতো। যেন একমুঠো মুক্ত বাতাসে: মতো। তবে সুইটিকে আমি বুঝিয়েছিলাম যে আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি।
— সর্বনাশ। সুইটি কিছু বলেনি? বিশেষ করে সেই রাতের পরে?
— না, তবে মনে হয় ও কষ্ট পেয়েছিলো।
— আপনি বলেছিলেন ওকে নিশার কথা?
— হুঁ!
—আপনি তো বেশ বাজে লোক, দেখছি! আপনি তো অন্য কোনো অজুহাত দিতে পারতেন। যে কোনো অজুহাত।
— কিন্তু শুধু শুধু মিথ্যে বলব কেন?
— ওক্। আপনি কি জানেন কোনো মেয়ের সামনে অন্য কোনো মেয়েকে প্রশংসা করা মানে প্রথম মেয়েটিকে অপমান করা? বিশেষ করে যে যদি আপনাকে ভালোবাসে।
— সেটা ভাবার সময় ছিলো না। আর তাছাড়া নিশার কথা আমি জানিয়েছিলাম যাতে সুইটিরর সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে না পড়ি।
— আরো কি গভীর সম্পর্কে জড়াতেন আপনি। আপনি যখন শারীরিকভাবে ....হুশ, আমার বলতেও লজ্জা করছে।
— সেটা তো একটা দুর্ঘটনা। আরর এর জন্য সুইটির কাছে আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম।
— আচ্ছা আপনি কি এখনো ভয় পাচ্ছেন?
— হ্যাঁ।
— নাইস। আপনি ভীষণ ভীতু।
— তা ঠিক।
— আপনি কি একটু জলপান করতে চান?
— না। ঠিক আছে।
— আপনি তো আচ্ছা ভুলো লোক। আপনার দ্বিতীয় ওষুধটা খাওয়ার সময় পেড়িয়ে যাচ্ছে না।
— হ্যাঁ, ওষুধের কথা আমার একদম মনে থাকে না।
— খুবই গুনের কথা। দয়া করে ওষুধটা খেয়ে নিন। খেলেন?
—হুঁ।
— গুড।
— আচ্ছা। আমি একটা প্রশ্ন কি করতে পারি?
— টিক আছে , করুণ।
— আপনাকে তো আমি দেখতেও পাচ্ছি না। চিনতেও পারছি না। আপনি কি আমার চেনা?
— যাতে দেখতে না পান তার জন্য সব আলো আমি নিভিয়ে দিয়েছি। আর কিছু আমি বলব না।
— বুঝলাম।
— এই যে আমি আপনার সব কথা জানছি, এতে কি আপনার কোনো চিন্তা হচ্ছে না। আপনাকে যদি আমি ফাঁসিয়ে দিই।
— আপনি তো সব কিছুই জানেন। আপনি কি অন্তর্যামী?
— ধরে নিন তাই। এখন রাত সাড়ে নটা, আমার কাছে আর বেশী সময় নেই। আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
— আরো প্রশ্ন?
— হুঁ, আপনার কি মনে আছে আপনি বেশ কদিন জেলে ছিলেন?
— হ্যাঁ, আছে।
— কদিন?
— প্রায় এক বছর হবে।
— কি কারণে?
— খুনের দায়ে।
— আপনি কাকে খুন করেছিলেন?
— নিশাকে।
— আচ্ছা। নিশাকে তো আপনি ছোট থেকে চিনতেন। রাইট?
— নিশারা আমাদের পাড়াতে থাকতো। আমরা প্রতিবেশী ছিলাম।
— আপনি আর নিশা একই স্কুলে পড়তেন। যেখান থেকেই আপনাদের প্রেম, যাকে বলে বাল্যপ্রেম।
— ঠিক তাই। আমার এখনো মনে আছে সেই দিনটা, রথের দিন রাতের দিকে রথের মেলা বসেছে। তখন আমি এইটে পড়ি। নিশা কি কিনতে বলে বায়না করছে। তাই ওকে ঘরে রেখে বাড়ির লোকজন বেড়িয়ে পড়েছিলো। আমাকে নিশার মা বলে গেছিলো একটু

সৃষ্টিসন্ধান

দেখতে। ওকে, কারণ নিশা আমার কতা শুনতো, আমি গিয়ে দেখি নিশা কাঁদছে। আমি গিয়ে ওকে বললাম, দেখ তুলি তোর জন্য কি এনেছি। তুই চোখ বোজ। ও চোখ বুঝতেই ওর ঠোঁটে আমি চারটে চুঁমু খেয়ে ছিলাম, তারপর...।
— উফ। আপনি, ক্লাস এইটে। ছি! ছি! আমি তো ভাবতেই পারছি না।
— এতে জ্জার কি আছে। আমি তো জানতাম, মা বাবা যেমন আমার নিশাও তেমন আমার।
— কিন্তু নিশারা তো বিশাল বড়লোক। ওর বাবার বিশাল ব্যবসা।
— হুঁ, ছোটবেলাতে ওসব বুঝতাম না। পড়ে বুঝেছিলাম। তখন মাঝে মাঝে খুব মন খারাপ হয়ে যেত। আমার বাবার সামান্য চাকরী। কোম্পানির তখন খুব খারাপ অবস্থা। তারপর দুই দিদি!
— নিশাকে কি এসব জানিয়েছিলেন?
— হ্যাঁ, অনেকবার।
— কি বলতো ও?
— ওসব পাত্তাই দিতো না। বলতো বিয়ে করলে ও আমাকে করবে।
— আর নিশার বাড়ির লোক?
— আমার মনে হয় ওরা আমাকে বালোবাসত। সত্যি বলতে কি আমার মনে হতো, এই মেলামেশার ব্যাপারে ওরা কিছুটা প্রশ্রয়ই দিতো।
— তার মানে নিশাদের বাড়িতে আপনি বেশ পপুলার ছিলেন।
— বলতে পারেন। আমলে একই পাড়ায় বড় হয়েছি। একই সাথে ঠাকুর দেখেছি। অঞ্জলি দিয়েছি। বাজি পুড়িয়েছি। কিভাবে যেন নিশাদের বাড়ির প্রতি আমার একটা অধিকার জন্মেছিলো। নিশার মা ববাও খুব মিশুক ছিলেন।
— নিশার একটি বোন ছিলো সেটা কি আপনার মনে আছে?
— হ্যাঁ, মিষ্টি তো, ভালো নাম বোধহয় বিদীশা।
— ঠিক।
— খুব লাজুক, চুপচাপ। দিদির ঠিক উল্টো।
— চুপচাপ ছিলো কি? না চুপচাপ হয়ে গেছিলো পরের দিকে?
— হ্যাঁ মনে পড়েছে। আগে সেও বেশ ছট্‌ফটে ছিলো। কিন্তু কি একটা হয়েছিলো ওর মধ্যে, তারপর ও চুপচাপ, শান্ত হয়ে যায়।
— আচ্ছা দুই বোনের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, আপনি জানেন?
— হ্যাঁ, খুব ভালো ছিলো।
— এই নিয়ে চারবার আপনার কাশি উঠলো। একটু জল খেয়ে নিন।
— হুঁ...।
— খেলেন?
— হ্যাঁ।
— আচ্ছা আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?
— না, আমার কথা বলতে ভালোই লাগে।
— আপনার ভয়টা কি এখন কমে গেছে?
— না, এক ফোঁটাও নয়। বরং আগের চেয়ে একটু বেশী ভয় করছে।
— বাহ, ... আচ্ছা আমার একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে। দুই বোনের মধ্যে কাকে বেশী সুন্দরী বলবেন?
— এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। এর উত্তর কি আমাকে দিতেই হবে?
— নিশ্চয়
— আমি নিশাকেই বলবো।
— জানতাম।
— মানে...?
— মানে, আপনার প্রেমিকা বলে কথা।
— না তেমন নয়। মিষ্টিও খুব সুন্দরী ছিলো।
— আপনি ওকে কিছুদিন পড়িয়েও ছিলেন। রাইট?
— হ্যাঁ, ও তখন টেনে পড়তো। পড়ানো মানে ওকে সাথে মাঝে অঙ্ক দেখিয়ে দিতাম আমি।
— কেমন স্টুডেন্ট ছিলো ও?
— বেশ ব্রাইট।
— আচ্ছা, আপনি নিশাকে ছেড়ে হঠাৎ বিদেশে চলে গেলেন। আপনাদের কি কোনো কথা হতো?
— হ্যাঁ, সপ্তাহে দুবার ওকে ফোন করতাম আমি।
— বুধ আর শুক্রবার। তাই তো?
— হ্যাঁ,
— আপনি নিজে তো তুখোড় স্টুডেন্ট ছিলেন?
— হ্যাঁ, আমি এম. এস. সি তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতম হয়েছিলাম।
— আচ্ছা সুইটির সঙ্গে আপনার সো কল্ড দুর্ঘটনার কথা কি নিশা জানতো?
— না।
— কেন জানান নি?
— ফোনে জানানোর বিষয় সেটা ছিলো না। ভেবেছিলাম, কলকাতায় ফিরে ওকে জানাবো।
— তাতে যদি ও দু:খ পেতো? ভাবতেই পারতো এতদিনের বিশ্বাস আপনি ভেঙেছেন।
— হ্যাঁ, আমি ভেবে রেখেছিলাম সে ওকে সব খুলে বলবো। আমি কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখতে চাইনি কোনোদিন।
সৃষ্টিসন্ধান

। সে আপনার কথা শুনেই বুঝেছি আমি।
— মানে?
— না, মানে আপনার নারীসংগের কথা যেভাবে বলে দিচ্ছেন আপনি। আফটার অল আমি নিজেও তো একটি মেয়ে।
— ও, আই এম সরি।
— দক্ষিণ আপ্রিকায় কতোদিন ছিলেন আপনি?
— প্রায় দেড় বছর।
— আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে খুব। আপনি নিজের মুখে যে সব স্বীকার করেছেন তাতে অন্য কোনো মেয়ের সাথে যে আপনার সম্পর্ক ছিলো না এটা কি মানা যায়?
— কিন্তু আমি শুধু নিশাকেই ভালোবেসেছিলাম। বিশ্বাস করুন।
— বলছেন?
— হুঁ।
— কিন্তু এরকমও তো হতে পারে যে আপনাকে কেউ ভালোবেসেছিল?
— হতে পারে নাকি?
— যদি হয়। আচ্ছা, আপনি কি জানেন যে আপনি ভীষণই খারাপ লোক?
— আজকাল আসারও কেন জানি সেইরকম মনে হয়।
— ভেরি গুড।
— আচ্ছা আমার কি এখন কোনো ওষুধ আছে?
— সেটা কি বলার দায়িত্ব আমার?
— না, মানে আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তাই...।
— হ্যাঁ আছে। আপনার ডানদিকের ওষুধটা খান। আরে একটু হাত বাড়ান... হ্যাঁ, ওই যে জল আছে...। খেলেন?
— হুঁ, ধন্যবাদ!
— থাক। এবার বলুন তো সাউথ আফ্রিকা থেকে ফিরলেন যখন তখন নিশার মধ্যে কেনো চেঞ্জ দেখেছিলেন?
— না, একদম আগের মতো।
— নিশাদের বাড়িতে কোনো পরিবর্তন?
— না, একই রকম মিশুকে ভাব। নিশা আমাকে এয়ারপোর্টে আনতে এসেছিলো।
— ফিরে নিশাদের বাড়িতে কি আপনি ঠিক আগের মতই যাতায়াত করেছেন?
— ঠিক আগের মত হয়তো নয়। তবে আমার আসা যাওয়া ছিলো।
— এতদিন পর নিশাকে পেয়ে আপনি কি করলেন?
— না, থাক। আপনার ভালো লাগবে না শুনতে।
— নাথিং পেরটেনিং টু সক্স?
— মানে, ওরকমই।
— উফ্। আপনি কি জানেন আপনি কতটা বাজে লোক?
— আমি সত্যিই বোধহয় খুবই বাজে লোক।
— এবার মনে করে বলুন তো নিশাদের বাড়িতে নতুন কোনো মুখ দেখেছিলেন আপনি? মানে নতুন কারুর আসাযাওয়া?
— না, মনে পড়ছে না।
— একটু ভাবুন, বিদীশার সঙ্গে কাউকে?
— ... ও, সুজয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিষ্টির সাথে ওর বিয়ের কথা চলছিলো।
— রাইট, আপনি কি জানেন মিষ্টির এই বিয়েতে একদম ইচ্ছা ছিলো না, শী লাভ্ও সামওয়ান।
— না তো, জানতাম না।
— সুজয় সম্পর্কে কি মত আপনার?
— খুব ব্রাইট ছেলে। বড় ঘরের ছেলে।
— আচ্ছা। সে সব পড়ে। এবার আপনাকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট কিছু প্রশ্ন করবো আমি।
— তাই বুঝি, আমার খুব ভয় করছে কিন্তু এবার।
— করুক। সিম্লাতে আপনারা উঠেছিলেন একটা হোটেলে। রাইট।
— হুঁ।
— কত বছর আগের কথা?
— প্রায় দু বছর হবে।
— একজ্যাক্টলি, কজন গিয়েছিলেন? বিদেশ থেকে ফিরেই তো?
— হুঁ, নিশারা সবাই। আর আমি।
— আর সুজয়।
— হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুজয়ও ছিলো।
— ১৮ ই আগস্ট বিকেলবেলা সিমলায় হোটেল তেকে কাছে পিঠেই আপনারা ঘুরতে বেড়িয়েছিলেন রাইট?
— হুঁ,
— তারপর, কে কে ছিলেন সেদিন?
— আমি আর নিশা।
— এবার বলুন ডিটেলে কি কি ঘটেছিলো সেদিন?
— এতদিন বাদে আবার সেই সব কথা শুনে কি হবে?

সৃষ্টিসন্ধান

— সেটা আমি বুঝবো। আপনি বলুন।
— ...। ঠিক আছে। আমি আর নিশা দুজনে বেড়িয়েছিলম। দুপুরের শেষ হবে তখন। হোটেলের থেকে কিছুটা দূরে একটা ঝর্না দেখা যেত, কথা বলতে বলতে সেইদিকেই চলে গিয়েছিলাম। খেয়াল ছিলো না, ঝর্নাটা বেশ নীচু। একটা খাদে গিয়ে পড়েছিলো। আমি নিশাকে সুইটির কথা বলি, শুনে খুব আপসেট হয়ে পড়ে ও, তারপর আমার সাথে কথা কাটাকাটি হয় নিশার। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি না আমি প্রায় হুশ্ হারিয়ে ওকে একটা চড় মারি আমি, ও ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যায় খাদের নীচে।
— এবং মারা যায়। রাইট?
— হুঁ।
— কোর্টেও একই কথা বলেছেন আপনি। কেস চলাকালীন,
— হ্যা।
— কিন্তু আমি যদি বলি আপনি মিথ্যে বলেছেন। নিশার মৃত্যু একটি সুপরিকল্পিত মার্ডার, যার জন্য আপনি দায়ী নন?
— মানে, আমি নিজে হাতে খুব করেছি নিশাকে।
— না। প্রথম কথা সেদিন শুধু আপনি আর নিশাই ছিলেন না। আরেকজনও সাথে ছিলো।
— কে?
— সুজয়, সুজয় সান্যাল।
— কিন্তু...।
— কোনো কিছু নয়, আপনি ওর কথাটা চেপে গেছেন।
— মানে...।
— আমি বলছি। আপনার যখন বেড়িয়েছিলেন আপনার হয়তোর মনে নেই মিষ্টি আপনাকে মোবাইলে ফোন করেছিলো। তখন তিনজনের কথার আওয়াজ পাওয়া গেছিলো। নিশা, আপনি আর সুজয়। এবং এই ফোনের আধ ঘন্টার মধ্যে খবর পাওয়া গেছিলো নিশার দুর্ঘটনার। তার মানে নিশ্চয় সেই সময়টুকুর কাছাকাছি সুজয়ও সেখানে ছিলো।
— কিন্তু...।
— আরও কথা আছে। সুজয়ের একটা ক্যামেরা মিষ্টি খুব কষ্টে খুঁজে পেয়েছিলো। তাতে ঝর্ণার ধারে আপনার আর নিশার একটা ছবি পাওয়া গিয়েছে। সেখানে নিশা যে সালোয়ার পড়েছিলো দুর্ঘটনার দিন সেটিই সে পড়েছিলো। এর থেকে প্রমাণ হয় সে দুর্ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছে সুজয় জানে। এবং সুজয় সেটা বারে বারে চেপে গেছে।
— আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।
— বোঝার চেষ্টা করুন সুকুমার বাবু। আপনি বাড়ি আসার দু'মাস আগেও কোথায় ছিলেন আপনার নিশ্চয় মনে আছে।
— হ্যাঁ, মেন্টাল হোমে,
— সেখানে খুব কষ্টে আপনি সেড়ে উঠেছেন। সেখানে কে কে দেখতে যেত আপনাকে?
— মিষ্টি কেন যেত সুকুমার বাবু? কি দরকার ছিলো দুবেলা তার যাওয়ার?
— কি দরকার ছিলো?
— কারন সে আপনাকে সারায়ি তুলতে চেয়েছিলো, কারন সে জানতো আপনি নির্দোষ ছিলেন, কারণ, কারণ সে আপনাকে...। যাক সে কথা। আমি পরিষ্কার ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছি। মানছি আপনাকে খুনী সাব্যস্ত করাটা সবচেয়ে সোজা ছিলো, আপনার বিরুদ্ধে অ্যালিবাই খুবই স্ট্রং ছিলো। কিন্তু কিছু কিছু টুঁকরো জিনিস আপনি জানেন। প্লিজ বলুন সুকুমার বাবু। এখন আর লুকিয়ে কি লাভ? পুরো ঘটনাটা না হলে কোনোদিন কাছে আসবে না। প্লিজ চুপ করে থাকবেন না।
— বিশ্বাস করুণ আমার আর কিছু মনে নেই। আমিই খুনী।
— ঠিক আছে আমি আর কিছুই বলবো না আপনাকে। আপনি যদি সত্যি নিশাকে ভালোবাসতেন তাহলে আপনি হয়তো চাইতেন যে নিশার মৃত্যুর সত্যি ঘটনাটা সামনে আসুক। এই যে আপনি নিজেকে খুবনী ভাবছেন, এতে কি আপনি মনে করছেন নিজে মহৎ হচ্ছেন। মোটেও তা নয়। আপনি একটা সত্যকে চিরকালের জন্য আড়াল করে রাখতে চাইছেন। যা কোনোদিন প্রকাশ্যে আসবে না।... নিশার কতা ভাবলেও কষ্ট হয়। মেয়েটার মৃত্যুর পর এতটুকু শান্তি জুটলো না! না পাওয়া গেল তার শরীর না জানা গেলো তার মৃত্যুর ঘটনাটা...। যার জন্য কিছুটা দায় আপনারও আছে। আপনি যদি...। কি হলো আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?
— না, ঠিক আছে। আমি একটু জল খাব।
— নিশ্চয়। ... এবার কেমন লাগছে?
— ওকে।
— এবার কি কিছু বলতে চান আপনি?
— এনিথিং।
— ... আমার বলার খুব কম কথাই আছে।
— হোয়াটএভার, প্লিজ বলুন।
— আমি জানি না আপনি কে? কিন্তু আপনি যখন প্রায় সবই জানেন...। সেদিন দুপুর দুপুর নিশা, আমি কাছাকাছি বেড়িয়েছিলাম হ্যাঁ সাথে সুজয়ও ছিলো, কথা বলতে বলতে একটা ঝর্ণার কাছে চলে এসেছিলাম আমরা। ওরকম সুন্দর ঝর্ণা খুব একটা দেখি নি। একটা পাহাড়ের চাঁই যেখানে শেষ হয়েছিলো, সেকান থেকে অনেকটা নীচে দুটো পাহাড়ের পা বেয়ে ছিলো ঝর্ণাটা। তবে ঝর্ণাটাকে পুরোপুরি দেখতে হলে কিছুটা পাহাড়ের ধারে যেতে হবে। আমার চিরকাল উচ্চতায় ভয়। মানে উচুঁতে উঠে নীচে দেখতে পারি না। এদিকে নিশা গো ধরেছে সে ধারে যাবেই। আমি তাকে একা ছাড়বো কি করে? খুব সন্তপর্মে ধারে গেলাম, তখন সুজয় পিছন থেকে বলল যে এতো সুন্দর সিনিক বিউটির এখানে একটা ছবি তোলা উচিত। ছবি মানে আমার আর নিশার। এতে রাজি না হয়ে পারা যায় কি? আমরা দুজনের একটা ছবি সে তুলল। তারপর আমার, নিশার বেলায় যত গণ্ডগোল, সে এটা কিছুতেই তুলবে না, ওর নাকি ছবি ভালো ওঠে না। যাই হোক অনেক করে রাজি করলাম। সুজয় বলল পাহাড়ের দারে একটা পাথর ছিলো তাতে দুজনকে বসতে, কারণ নিশা একটা কিছুতেই ছবি তুলবে না, বলে কয়ে নিশাকে রাজি করলাম যাতে সে পাথরটায় বসে। পাথরটায় গায়ে একটা তীর চিহ্ন ছিলো আমার এখনো মনে আছে, তারপর ... তারপর, পাথরটায় তুলি বসতেই ওটা নীচে...ওফ।...।

সৃষ্টিসন্ধান

— নীচে পড়ে গেলো।
— আর কিছু আমার মনে নেই। কিছু না, সেদিন যদি পাথরটায় না বসতে দিতাম। আই ক্যান স্টিল হার স্কীম। ... উফ!...।
— শান্ত হোন সুকুমার বাবু। এবার আমার কাছে সব পরিষ্কার হলো। এভরিথিং। এবার আপনার কিছু জানা দরকার।
— কি জানা দরকার?
— আপনি যখন দেশের বাইরে ছিলেন তখন মিষ্টির বিয়ের একটা প্রস্তাব আসে। তার বাবার বন্ধুর ছেলে সুজয়ের সাথে। মিষ্টির কথা আগেই বলেছি, সে একজনকে ভালোবাসত, স্বভাবতই এই বিয়েতে মত ছিলো না তার। কিন্তু তখন সেটা সে কাউকে জানায় নি। সুজয় খুবই ভদ্র ছেলে, যাকে বলে ব্রাইট। কিন্তু তার আসল রঙ ধরা পড়ে কিছিদিন পর। মিষ্টিকে নিয়ে সে মাঝে মধ্যেই ঘুরতে বেরোয়। মিষ্টি বাধ্য হয় যেতে। সুজয়ের যে সকল বন্ধুবান্ধবদের মিষ্টিকে সে পরিচয় করিয়ে দেয় তাদের সকলেই বেশ ধনী মা বাবার সন্তান, বড় লোকের ছেলেমেয়েরা সব, ডিস্কো, নাইটক্লাব এ সব এদের জীবনের অঙ্গ তো বটেই। মিষ্টি কিছুটা চুপচাপ, লাজুক, তার এসব একদমই পছন্দ নয়, এরপর একদিন কাগজে বেরোয় একটি মধুচক্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার কথা। তাতে জড়িয়ে পড়ে সুজয় ও তার বন্ধুদের নাম। তবে প্রমানের অভাবে তারা ছাড়া পেয়ে যায়। প্রমান থাকলেও টাকার অঙ্কে তা চাপা পড়ে যায়। যা হয়ে তাকে। এদিকে এতদিনে মিষ্টি নিশাকে জানিয়ে দিয়েছে সুজয়ের বন্ধুবান্ধবদের কথা, নিসা নিজে এরপর তার জানাশোনাদের থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সুজয় একজন প্রথম শ্রেণীর লম্পট তলে তলে রয়েছে মধুচক্রের ব্যবসা। সুজয় জানতে পেরে যায় নিশার এমন কিছু প্রমাণ আছে যা থাকলে সে এই বাড়ির জামাই হতে পারবে না। এদিকে মিষ্টি আর তুলি প্রচুর সম্পত্তির মালিক। একটা সম্পন্ন শ্বশুরবাড়ি হলে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না! রমরমিয়ে চবলে ব্রদেল আর ব্লুফ্লিমের ব্যবসা। আপনি শুনছেন তো?
— হ্যাঁ, হ্যাঁ।
— ওকে, সুতরাং সুজয়ের মাথায় ঘুরতে থাকে নিশাকে চুপ করাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? তার সাথে মিটমাট করার প্রশ্ন ওঠে না। এদিকে ততদিনে আপনি এসে গেছেন। সুজয় বুঝতে পেরেছে আপনার সাথে তুলিদের গভীর সম্পর্ক, ছোটবেলার প্রেম, সুতরাং নিশাকে হাতে রাখতে যদি আপনাকে নিজের দলে টানা যায়। তাহলে তারই লাভ। কারণ আপনি বোঝালে নিশা বুঝবেই। কিন্তু আপনার সাথে মিশে দেখে সে না আপনি একেবারে বিপরীত, সুজয় যতটা ধূর্ত আপনি ততটাই ভালোমানুষ। সুতরাং উপায় কি? একটাই উপায় নিশাকে সরাতে হবে, এর মধ্যে সিমলা যাওয়ার প্রস্তাব আসে, সেও সঙ্গী হয়, তখন...।
— আচ্ছা মিষ্টির বাড়ি থেকে সুজয়কে কেউ সন্দেহ করে নি।
— নিশু আর মিষ্টি ছাড়া কেউ নয়, বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো প্রুফ এগেন্সট হিম। আর দুই বোনের কেউ তখনও বাড়িতে জানায় নি কিছুই। যাই হোক, সিমলায় পৌঁছে সুজয় প্লট খুঁজতে থাকে। বাড়ির কাছেই ঝর্ণা একটা, বেশ ডিপ, পড়লে বাঁচবে না কেউ। কিন্তু কিবাবে? জায়গাটায় গিয়ে দেখে এরকম একটা স্থানই যেন সে খুঁজছিলো, পাহাড়ের ধারে একটা ভঙা পাথর। নীটে সাপর্ট নেই, কেউ জানবে না। বেশ পলকা পাথর, সে নেড়ে চেড়ে আরো কিছুটা পলকা করে দেয়, এবার তার কাজ নিশাকে সেখানে নিয়ে আসা, সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্টি কথা হোলো সে কাগটা এমনবাবে করবে যাতে কেউ তাকে না সন্দেহ করে। পরেরদিন ১৮ই আগষ্ট নিয়তির ঠানে সুজায়ের সাথে আপনারা ওখানেই যান। এত রেস্ট ইউনো।
— আর হ্যাঁ, ফরচুন ট্নি ফর সুজয়, নিশার দুর্ঘটনার পর, বিকজ ইউ লাভ ও হার পো মার্চ, আপনি ইম্পেডিয়েট্লি মানসিক বারসাম্য হারাল, শুধু একটাই কথা বলেন যে আপনি নিশাকে খুন করেছেন। দুমাস ধরে কেস চলা কালীন প্রমানিত হয় আপনার বিরুদ্ধে সুজয়ের মুখের কথা ছাড়া কোনো প্রমাণ নেই এবং এ বাভ অল ইউ ওসের এ ফুল্লি মেন্টাল পেশেন্ট তারপর আপনাকে একটি এসাইলামে শিফ্ট করা হয়, তার দেড় বছর পর আপনি বাড়ি পেরেন। আপনার কথায় আমি কোনো অসঙ্গতি পাই নি। দ্যাট মিন্স্ ইউ আর ফুল্ি কিওরড। দু একটা জায়গায় একটু ভুল বলেছেন, যেমন আপনি বলেছেন একববছর জেলে ছিলেন।
— কেস চলাকালীন কি এই প্রমান গুলো কেউ দিয়েছিলো? আমার কিছুই মনে নেই।
— না। যাকে খুনী ভাবা হয়েছিলো সে নিজেই তো অসুস্থ! কেস চলবেকি?
— কিন্তু আজ এই কথাগুলো কেন এলো? মানে হঠাৎ করে...।
— কারণ কালকে মিষ্টির বাড়ির লোক আপনাকে দেখতে আসবে।
— মানে?
— মানে মিষ্টির বিয়ের কথা বলতে আসবে।
— কার সাথে বিয়ের?
— আপনার সাথে বিয়ের।
— আ... আমার সাথে?
— ইয়েস, কারণ সে ছোট থেকে আপনাকে ভালোবেসেছিলো। কিন্তু সে এটাই জানতো আপনি নিশাকে ভালোবাসেন, তার দিকে ফিরেও চান না। তারপর সেই এক রথের দিনে সে দেখে ফেলল আপনি তার দিদিকে... ইশ্। কি ভীষণ বাজে লোক সে আপনি!
— কিন্তু এই বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
— কেন নয়?
— নিশাকে ছাড়া...।
— নিশা কি কোনোদিন আসবে? এ বিয়েতে যদি না করেন তবে মিষ্টিও চিরদিনের মতো সব ছেড়ে চলে যাবে! হয়তো সেটাই আপনি চান। আর হ্যাঁ আপনি যে আগে ডায়েরী লিখতেন এবার থেকে রাজ লিখবেন। বুঝলেন?
— কিন্তু...
— কোনো কিন্তু নয়। সর্বনাশ। সারে এগারোটা বাজে। সন্ধিপুজো শুরু হলো বলে।
— আজ কি অষ্টমী?
— আপনি কে তাও তো বললেন না! তবে মনে হয় চিনতে পারছি।
— আপনি কি চলে গেছেন?

সৃষ্টিসন্ধান